ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২৫

টিআইবি ও সিপিআই-বিষয়ক কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. দুর্নীতির ধারণা সূচক বা সিপিআই কী?

দুর্নীতির ধারণা সূচক বা করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স (সিপিআই) হলো বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক, যা বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ব্যাপকতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। একটি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক, যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়।

২. সিপিআই এ দুর্নীতির সংজ্ঞা কী?

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার (abuse of public power for private gain)'। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়। বিশেষ করে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান, সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রভাব খাটিয়ে মুনাফা অর্জন, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ ইত্যাদি।

৩. এ সূচকে দুর্নীতির অবস্থান কীভাবে বোঝানো হয়?

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ০ (শূন্য) থেকে ১০০ (একশ) এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের ০ (শূন্য) স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বোচ্চ এবং ১০০ স্কোরকে সর্বনিম্ন বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ ১০০ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন এমন দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করে।

৪. বাংলাদেশ কবে থেকে সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?

১৯৯৫ সাল থেকে টিআই এই সূচক প্রকাশ করে আসছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রথম তালিকাভুক্ত হয়। তখন এ তালিকায় মোট ৯১টি দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২৫ সালে এ সূচকে অন্তর্ভুক্ত মোট দেশের সংখ্যা ১৮২টি।

৫. সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের অর্থ কী?

সিপিআই ২০২৫ অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪২, যেখানে বাংলাদেশের স্কোর ২৪– যা বৈশ্বিক গড় স্কোরের তুলনায় ১৮ পয়েন্ট এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের গড় স্কোর ৪৫–এর তুলনায় ২১ পয়েন্ট কম। বাংলাদেশের স্কোর সর্বশেষ ১৪ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন– যা ২০২৩ এর অনুরূপ। দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশের এই অবস্থান দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার প্রমাণ। এ সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশ এমন দেশসমূহের মধ্যে আছে, যারা দুর্নীতির লাগাম টানতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তবে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে 'বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত'–এ ধরনের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ– সর্বোপরি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়; তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীমাত্র এবং দুর্নীতির হাতে জিম্মিদশার কারণে তাদের অনেকক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেনে বাধ্য হতে হয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবে না।

৬. বাংলাদেশ কী বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ?

সিপিআই অনুযায়ী বাংলাদেশ তথা অন্য কোনো দেশকেই "দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ" বলা যাবে না। বরং সূচকভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে "দুর্নীতির মাত্রা অধিক" বা "কম" বলা যাবে। কারণ এ সূচক সংশ্লিষ্ট দেশে বিদ্যমান দুর্নীতির ধারণার ওপর ভিত্তি করে তুলনামূলক অবস্থান নির্ণীত হয়; কোনো দেশ বা জাতিকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করে না।

৭. সূচকটি কেন শুধু ধারণার ওপর নির্ভরশীল?

পরিমাপযোগ্য দুর্নীতিসম্পর্কিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নিরূপণ করা দুরূহ। যেমন– কোনো দেশে দুর্নীতিবিষয়ক কতটি মামলার রায় হলো বা হলো না সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে অন্য দেশের সাথে তুলনামূলক অবস্থান নিরূপণ করা সমীচীন নয়। কারণ, এ ধরনের তথ্য থেকে দুর্নীতির প্রকৃত মাত্রা নয়, বরং সংশ্লিষ্ট দেশের বিচারপ্রক্রিয়া বা তথ্যপ্রকাশের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। যদিও সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি নিরুপণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তথাপি প্রত্যক্ষ ও বিস্তারিতভাবে আন্তর্জাতিকভাবে তুলনাযোগ্য দুর্নীতি পরিমাপের কোনো পদ্ধতি এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তাই এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র যারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়, তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার ওপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিকভাবে তুলনামূলক অবস্থান নিরূপিত হচ্ছে।

৮. সিপিআই–এ কী ধরনের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে?

সিপিআই–এ ব্যবহৃত তথ্যের উৎস দুর্নীতির যে সকল ধরন ও প্রতিরোধমূলক নির্দেশকসমূহ আওতাভুক্ত করেছে, সেগুলো হল– ঘুষ ও সরকারি তহবিল তছরুপ এবং সরকারি চাকরির নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারি অফিসের ব্যবহার, সরকারি কাজে অতিরিক্ত লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলয়ে কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দখলদারিত্ব, দুর্নীতি প্রতিরোধক পর্যাপ্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সরকারি খাতে দুর্নীতি দমনে সক্ষমতা এবং দুর্নীতির মামলার কার্যকর বিচার, সরকারি কর্মকর্তাদের আর্থিক এবং সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকাশের আইনি বাধ্যবাধকতা,

দুর্নীতির স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকারী (হুইসল্লোয়ার), সাংবাদিক ও তদন্তকারীদের আইনি সুরক্ষা এবং জনসংশ্লিষ্ট কিংবা সরকারি কর্মকাণ্ডে তথ্যের অভিগম্যতা ইত্যাদি।

৯. সিপিআই এর তথ্য-উপাত্তের উৎসগুলো কী কী?

সিপিআই এ ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের উৎসসমূহ ও এর সংখ্যা সময়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। মূলত সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ১৩টি জরিপের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই এর ২০২৫ সালের সূচক প্রণীত হয়েছে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এ ছাড়া টিআই ব্যবহৃত সকল জরিপের তথ্যের উৎসমূহের পাশাপাশি প্রত্যেকটি জরিপের তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি বা মেথোডলজি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে, যেন তথ্যের উৎসসমূহ টিআই এর মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এ বছর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সূত্র হিসেবে আটটি জরিপের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো– বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে, গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস, বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স, ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট রুল অব ল ইনডেক্স, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড, ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস এবং ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্র্যাসি প্রজেক্ট ডেটাসেট এর রিপোর্ট।

১০. সিপিআই এর পদ্ধতি (methodology) সম্পর্কে আরো তথ্য কীভাবে পাওয়া যাবে?

এই উত্তরমালার সাথে সংযুক্ত technical methodology-তে বিস্তারিত জানা যাবে। তা ছাড়া টিআই ও টিআইবির ওয়েবসাইট যথাক্রমে https://www.transparency.org/cpi/2025 ও www.ti-bangladesh.org/cpi ভিজিট করে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

১১. এই সূচকের উদ্দেশ্য কী কোনো ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন কিংবা সমালোচনা করা?

না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) নৈতিকতার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বেসরকারি সংস্থা। কোনো ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সিপিআই পরিচালিত হয় না। একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে টিআই কোনো সরকার, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি কিংবা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ১২টি সুখ্যাতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিচালিত ১৩টি জরিপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতিতে নিরীক্ষার মাধ্যমে সিপিআই নির্ধারণ করা হয়।

১২. দুর্নীতির ধারণার সূচকে কোনো দেশের কখনো বাদ যাওয়া বা অন্তর্ভুক্তির কারণ কী?

কোনো দেশ বা অঞ্চলের নূন্যতম তিনটি উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনটির কম উৎস থেকে উপাত্ত পাওয়া গেলে তা সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। প্রতিবছরই কোনো না কোনো দেশ নতুন করে এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত হয় বা হয় না। তবে এই সূচকে কোনো দেশ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেখানে কোনো দুর্নীতি হয় না।

১৩. এ আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং নির্ণয়ে টিআইবির কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে?

সিপিআই প্রণয়নে টিআইবি কোনো ভূমিকাই পালন করে না। এমনকি টিআইবির গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই-এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের মতো টিআইবিও দেশীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

১৪. সূচকে বাংলাদেশের দুর্বল অবস্থানের জন্য টিআইবিকে দায়ী করা যায় কী?

সূচকে দুর্বল অবস্থানের জন্য টিআইবিকে কখনোই দায়ী করা যাবে না। এমনকি সূচক প্রকাশকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআই ও অন্যান্য যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই নিরূপিত হয়, তাদের কাউকেই দায়ী করা ঠিক হবে না। কেননা, এই র‍্যাঙ্কিংয়ের জন্য দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তারা দায়ী। যারা দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে তাদেরকে কোনোভাবেই সুশাসনের বা দুর্নীতি প্রতিরোধের দাবি উত্থাপনের জন্য দায়ী করা যাবে না।

১৫. দুর্নীতির ধারণাকে বিশ্লেষণ করার জন্য টিআই আর কী কী গবেষণা করে?

টিআই দুর্নীতি বিষয়ে স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ গবেষণা করে থাকে। দুর্নীতির ধারণার সূচকের সম্পূরক অন্যান্য বৈশ্বিক গবেষণাসমূহ যেমন– গ্লোবাল করাপশান ব্যারোমিটার (জিসিবি), গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট (জিসিআর), ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট (এনআইএস), ট্রান্সপারেন্সি ইন করপোরেট রিপোর্টিং (টিআরএসি) টিআই পরিচালনা করে।

১৬. দুর্নীতির ধারণা সূচক এবং টিআইবি পরিচালিত দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ এর মধ্যে পার্থক্য কী?

দুটি জরিপ কার্যক্রমই ভিন্ন দুটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত হয়। একটির সাথে আরেকটির কোনো যোগসূত্র নেই। দুটি জরিপের অন্যতম পার্থক্য হলো দুর্নীতির ধারণা সূচক বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান টিআই কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, জাতীয় খানা জরিপের জন্য টিআইবি নিজস্ব উদ্যোগে দেশের অভ্যন্তরে দৈবচয়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান দুর্নীতির অভিজ্ঞতাভিত্তিক মাত্রা ও পরিমাপ নির্ধারণ করে থাকে।